ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২

সূচিপত্র

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। ইমারত নির্মাণ ও জলাধার খননের উপর বিধি-নিষেধ

৩ক। ভূমি ও ইমারতের অনুচিত ব্যবহারের উপর বিধি-নিষেধ

৩খ। নির্মাণ অপসারণের নির্দেশ, ইত্যাদি

৩গ। পাহাড় কর্তন, ইত্যাদির উপর বিধি-নিষেধ

৩ঘ। পাহাড় কর্তন বা ধ্বংসকরণ কাজ বন্ধের নির্দেশনা

৪। অস্থায়ী ইমারত অপসারণের ক্ষমতা

৫। নির্মাণাধীন ইমারত অপসারণের ক্ষমতা

৬। ভোগ-দখলকারীকে উচ্ছেদ

৭। ইমারত অপসারণ, ইত্যাদি

৮। অনুমোদনের জন্য আবেদন

৯। শর্ত ভঙ্গের কারণে অনুমোদন বাতিল

১০। প্রাঙ্গনে প্রবেশ

১০ক। পরোয়ানা ব্যতীত জব্দ এবং গ্রেফতার করিবার ক্ষমতা

১১। [বিলুপ্ত]

১২। দণ্ড

১২ক। [বিলুপ্ত]

১৩। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

১৪। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারে বাধা

১৫। আপিল

১৬। জন সেবক

১৭। দায়মুক্তি

১৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৮ক। বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড প্রণয়নের ক্ষমতা

১৯। যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে না

২০। [বিলুপ্ত]

ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২

[২১শে মার্চ, ১৯৫৩]

বাংলাদেশের কতিপয় এলাকার পরিকল্পনা ব্যাহত হইতে পারে এইরূপ যত্রতত্র ইমারত নির্মাণ এবং জলাধার খনন প্রতিরোধকল্পে প্রণীত আইন।[♣♣]

যেহেতু বাংলাদেশের কতিপয় এলাকার পরিকল্পনা **ব্যাহত হইতে** পারে এইরূপ যত্রতত্র ইমারত নির্মাণ এবং জলাধার খনন এবং পাহাড় কর্তন প্রতিরোধকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন [১][* * *] ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা-

(ক) ২৬ শে জুলাই, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং. ২৩০৬ এল. এস.-জি. এর সহিত সম্পর্কিত যে সকল এলাকায় পূর্ববঙ্গ আইনসমূহ অবসান আইন, ১৯৫১ দ্বারা পূর্ববঙ্গ ইমারত নির্মাণ অধ্যাদেশ, ১৯৫১ যে তারিখে ও তারিখ হইতে অকার্যকর হইবে; এবং

(খ) অন্যান্য এলাকায়, যাহা সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখে ও তারিখ হইতে নির্দেশ করিবে,

সেই তারিখে ও তারিখ হইতে কার্যকর হইবে

(৪) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোনো এলাকা হইতে এই আইনের প্রয়োগ প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

২। **সংজ্ঞা।**- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" অর্থ এই আইনের অধীন কোনো এলাকায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিযুক্ত কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(খ) "ইমারত" অর্থে কোনো গৃহ, বহিঃগৃহ, কুটির, প্রাচীর, এবং গাঁথুনি, ইট, ঢেউটিন, ধাতু, টালি, কাঠ, বাঁশ, কাদামাটি, পাতা, ঘাস, খড় বা অন্য যে কোনো উপকরণ দ্বারা নির্মিত কোনো কাঠামো অন্তর্ভুক্ত হইবে;

♣ আইনের সর্বত্র "পূর্ব পাকিস্তান" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ" শব্দ বাংলাদেশ (বিদ্যমান আইন অভিযোজন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) এর ৫ অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

♣ আইনের সর্বত্র "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "সরকার" শব্দ ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা প্রাতস্থাপিত।

১ "পূর্ববঙ্গ" শব্দ বাংলাদেশ (বিদ্যমান আইন অভিযোজন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) এর ৬ অনুচ্ছেদ দ্বারা বিলুপ্ত।

(গ) "কমিটি" অর্থ কোনো এলাকার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে গঠিত কোন ইমারত নির্মাণ কমিটি;

[১][(গগ) "পাহাড়" অর্থে টিলা অন্তর্ভুক্ত হইবে;]

[২][(গগগ) "মহাপরিকল্পনা" অর্থ বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় কোনো ভূমি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত ও অনুমোদিত মহাপরিকল্পনা;]

(ঘ) (অ) "মালিক" অর্থে কোনো ইমারত বা জলাধার সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি যাহার খরচে উক্ত ইমারত নির্মাণ বা জলাধার খনন করা হইয়াছে [৩][অথবা যিনি] উক্ত ইমারাত বা জলাধার হস্তান্তর করিবার অধিকারী, এবং তাহার উত্তরাধিকারী, স্বত্ব-নিয়োগী ও বৈধ প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(আ) "মালিক"অর্থে কোনো পাহাড় সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি যিনি পাহাড় দখলে আছেন এবং উহা হস্তান্তর করিবার অধিকারী, এবং তাহার উত্তরাধিকারী, স্বত্ব-নিয়োগী ও বৈধ প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(চ) "জলাধার" অর্থে ডোবা, নালা, কূপ ও প্রণালি অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(ছ) "অস্থায়ী ইমারত" অর্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক অস্থায়ী প্রকৃতির বলিয়া ঘোষিত এইরূপ কোনো ইমারত।

৩। **ইমারত নির্মাণ ও জলাধার খননের উপর বিধি-নিষেধ।**- (১) আপাতত বলবৎ অন্য যে কোনো আইন, বা চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই আইন প্রযোজ্য হয় এইরূপ এলাকায় কোনো ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ বা সংযোজন বা পরিবর্তন, কিংবা কোনো জলাধার খনন বা পুনঃখনন [৪][* * *] করিতে পারিবেন না; এবং উক্তরূপ অনুমোদন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আরোপকৃত শর্ত সাপেক্ষে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ অনুমোদন উহা প্রদানের তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য বৈধ থাকিবে এবং উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পর আবেদন করিতে হইবে এবং নূতন অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ তারিখের পূর্ববর্তী ১২ মাসের মধ্যে প্রাপ্ত সকল অনুমোদনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং নূতন অনুমোদন গ্রহণ ব্যতীত উক্তরূপ নির্মাণ বা খনন কাজ করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।- উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (১ক) এর অধীন নূতন অনুমোদন গ্রহণের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো ইমারতের স্তম্ভমূলের উপর ৪ ফুট পর্যন্ত নির্মাণ করিবার ক্ষেত্রে নূতন অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে না।

---

১ দফা (গগ) পূর্ববঙ্গ ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৬০ (পূর্ববঙ্গ ১৯৬০ সনের ৪নং আইন) এর ৪ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ দফা (গগগ) ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২নং আইন) এর ৩ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩ "অথবা যিনি" শব্দগুলির পরিবর্তে "অথবা যিনি" শব্দগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২ নং আইন) এর ৩ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "অথবা পাহাড় কর্তন বা ধ্বংস" শব্দগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৫নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্টকৃত এলাকার জন্য কোনো কমিটির উপর অর্পণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করা হইলে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহাকে প্রদত্ত ক্ষমতা উক্তরূপ প্রজ্ঞাপনের সহিত সম্পর্কিত এলাকায় প্রয়োগ করিবেন না।

(৪) বিদ্যমান ইমারতের সাধারণ মেরামতের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

[১][৩ক। **ভূমি ও ইমারতের অনুচিত ব্যবহারের উপর বিধি-নিষেধ।**- (১) কোনো ইমারতের মালিক বা ভোগদখলকারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটির পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত অনুমোদনপত্রে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ইমারত ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(২) যদি [২][ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা] এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো ভূমি বা ইমারতের ব্যবহার মহাপরিকল্পনায় নির্দেশিত ভূমি ব্যবহারের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তাহা হইলে [৩][ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা], লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত ভূমি বা ইমারতের মালিক, ভোগদখলকারী বা তত্ত্বাবধায়ককে উক্তরূপ ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য, এবং ইমারতের ক্ষেত্রে উহা অপসারণ করিবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য ভূমি বা ইমারতের মালিক, ভোগদখলকারী বা তত্ত্বাবধায়ককে উক্তরূপ ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য ছয় মাস, এবং ইমারত অপসারণ বা ভাঙ্গিবার জন্য বারো মাস সময় প্রদান করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, কোনো ভূমি বা ইমারত আবাসিক ও বাণিজ্যিক উভয়বিধ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে বিদ্যমান বা অতিরিক্ত ব্যবহার বন্ধ বা নিষিদ্ধ করা যাইবে না, যদি না কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে, উক্তরূপ ব্যবহার মহাপরিকল্পনায় উল্লিখিত ব্যবহারের মৌলিক পরিপন্থী না হয় এবং উহা দ্বারা ভূমি বা ইমারতের পার্শ্ববর্তী বসবাসকারীদের উৎপাত সৃষ্টি না করে।

[৪][* * *]

[৫][৩খ। **নির্মাণ অপসারণের নির্দেশ, ইত্যাদি।**- (১) যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ধারা ৩ এর অধীন অনুমোদন ব্যতীত অথবা উক্ত ধারার অধীন প্রদত্ত অনুমোদনপত্রে উল্লিখিত কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিয়া,

(ক) কোনো ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৭২ নং অধ্যাদেশ) কার্যকর হইবার পূর্বে বা পরে কোনো ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, বা সংযোজন বা পরিবর্তন করা হইয়াছে, অথবা কোনো জলাধার খনন বা পুনঃখনন করা হইয়াছে;

---

১ ধারা ৩ক পূর্ববঙ্গ ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৬০ (পূর্ববঙ্গ ১৯৬০ সনের ৪নং আইন) এর ৬ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" শব্দগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২ নং আইন) এর ৪ ধারা দ্বারা প্রাতস্থাপিত।

৩ "প্রাদেশিক সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" শব্দগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২ নং আইন) এর ৪ ধারা দ্বারা প্রাতস্থাপিত।

৪ ব্যাখ্যা ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২ নং আইন) এর ৪ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।

৫ ধারা ৩খ ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২ নং আইন) এর ৫ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(খ) কোনো ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, বা সংযোজন বা পরিবর্তন করা হইতেছে, অথবা কোনো জলাধার খনন বা পুনঃখনন করা হইতেছে,

তাহা হইলে তিনি বা কমিটি উক্ত ইমারত বা জলাধারের মালিক, দখলকার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত বাক্তিকে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যাহা সাত দিনের কম হইবে না, কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবে যে, কেন-

(অ) নোটিশে উল্লিখিত নির্মিত বা নির্মাণাধীন ইমারত বা উহার কোনো অংশ অপসারণ করা বা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে না; বা

(আ) নোটিশে উল্লিখিত খননকৃত বা খননাধীন জলাধার বা উহার কোনো অংশ ভরাট করা হইবে না; বা

(ই) ইমারতের অতিরিক্ত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, বা সংযোজন বা পরিবর্তন, বা জলাধার খনন বা পুনঃখনন বন্ধ করা হইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তিকে উপ-ধারা (১) এর অধীন কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিয়া কোনো ইমারতের অতিরিক্ত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, বা সংযোজন বা পরিবর্তন, কিংবা জলাধার খনন বা পুনঃখনন বন্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান করা হইলে, তিনি নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো আদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত কোনো ইমারতের অতিরিক্ত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, বা সংযোজন বা পরিবর্তন, কিংবা, ক্ষেত্রমত, জলাধার খনন বা পুনঃখনন বন্ধ রাখিবেন।

(৩) নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কারণ দর্শাইলে উক্ত কারণসমূহ, যদি থাকে, বিবেচনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবার পর, অথবা যেক্ষেত্রে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো কারণ দর্শানো না হয় সেইক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটি উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ধারা ৩ এর অধীন অনুমোদন ব্যতীত অথবা অনুমোদনপত্রে যে সকল শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন প্রদান করা হইয়াছিল উহার কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিয়া কোনো ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, বা সংযোজন বা পরিবর্তন করা হইয়াছে বা হইতেছে বা কোনো জলাধার খনন বা পুনঃখনন করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলে তিনি বা কমিটি কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত ইমারত বা জলাধারের মালিক, দখলকার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত বাক্তিকে তদ্‌কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত ইমারত বা উহার কোনো অংশ অপসারণ করিবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার বা উক্ত জলাধার বা ইহার কোনো অংশ ভরাট করিবার অথবা উক্ত ইমারতের অতিরিক্ত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, বা সংযোজন বা পরিবর্তন কিংবা, ক্ষেত্রমত, খনন বা পুনঃখনন বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং অন্যথায় উক্ত নোটিশ রদ (vacate) করিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো ইমারতের অতিরিক্ত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, বা সংযোজন বা পরিবর্তন বা কোনো জলাধার খনন বা পুনঃখনন বন্ধ করা হইয়াছে এবং নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্তরূপ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, বা সংযোজন বা পরিবর্তন বা, ক্ষেত্রমত, খনন বা পুনঃখনন বন্ধকরণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটি যে তারিখে কারণ দর্শানো হইয়াছে সেই তারিখ হইতে পনেরো দিনের মধ্যে উপ-ধারা (৩) এর অধীন আদেশ প্রদান করিবে।

(৫) এই ধারার অধীন কোনো ব্যক্তিকে কোনো ইমারত বা উহার কোনো অংশ অপসারণ করিবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার বা কোনো জলাধার বা উহার অংশ ভরাট করিবার আদেশ প্রদান করা হইবে না, যদি না দেখা যায় যে-

(ক) যে এলাকায় উক্ত ইমারত বা জলাধার অবস্থিত সেই এলাকার মহাপরিকল্পনা বা উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপন্থী কোন স্থানে বা পদ্ধতিতে উক্ত ইমারত বা ইহার অংশ নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করা হয় কিংবা উক্ত জলাধার বা ইহার অংশ খনন বা পুনঃখনন করা হয়;

(খ) উক্ত ইমারত বা ইহার অংশ পুনঃনির্মাণ বা পরিবর্তন করা হয় বা উক্ত জলাধার বা ইহার অংশ খনন বা পুনঃখনন করা হয় অনুমোদনপত্রের শর্ত লঙ্ঘন করা হয়;

(গ) উক্ত ইমারত বা ইহার অংশ বা উক্ত জলাধার বা ইহার অংশ সন্নিহিত এলাকার কোনো ভূমি বা ইমারত বা সড়ক বা পথের ব্যবহার বা দখলের ক্ষেত্রে অযাচিত অসুবিধার সৃষ্টি করে; অথবা

(ঘ) ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ, অথবা জলাধার খনন বা পুনঃখননের জন্য অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হইলে অনুমোদন প্রদান করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি-

(অ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত কর্মকর্তা বা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যূন ৫,০০০ টাকা এবং অনধিক ৫০,০০০ হাজার টাকা জরিমানা পরিশোধ করেন,

(আ) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত কর্মকর্তা বা কমিটি কর্তৃক নির্দেশিতমতে ইমারতের প্রয়োজনীয় সংযোজন বা পরিবর্তন করেন, কিংবা জলাধার খনন বা ভরাট করেন, এবং

(ই) নির্ধারিত ফি'র দশ গুণ ফি পরিশোধপূর্বক প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভ করেন।

(৬) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৫) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জরিমানা পরিশোধ করিতে বা সংযোজন বা পরিবর্তন বা খনন বা ভরাট বা অনুমোদন লাভ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত কর্মকর্তা বা কমিটি, লিখিত আদেশ দ্বারা, ইমারত বা জলাধারের মালিক, দখলকার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত বাক্তিকে তদ্‌কর্তৃক বা উহা কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত ইমারত বা উহার অংশ অপসারণ বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার বা উক্ত জলাধার বা ইহার কোনো অংশ ভরাট করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৭) এই ধারার অধীন কোনো নোটিশ বা আদেশ নির্ধারিত পদ্ধতিতে জারি করিতে হইবে।]

[১][৩গ। **পাহাড় কর্তন, ইত্যাদির উপর বিধি-নিষেধ।-** (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত, কোনো ব্যক্তি এই আইন প্রযোজ্য হয় এমন এলাকায় অবস্থিত কোন পাহাড় কর্তন বা বিনষ্ট (raze) করিতে পারিবেন না; এবং উক্তরূপ অনুমোদন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষ হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতীত উক্তরূপ অনুমোদন মঞ্জুর করা যাইবে না:

---

১ ধারা ৩গ ও ৩ঘ ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ৩ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অনুমোদন প্রদান করা যাইবে না, যদি না ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং সরকার অথবা প্রথম শর্তে উল্লেখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে-

(ক) পাহাড় কর্তন বা বিনষ্ট, সংলগ্ন বা পার্শ্ববর্তী কোনো পাহাড়, ইমারত, কাঠামো অথবা ভূমির কোনো মারাত্মক ক্ষতি সাধন করিবে না; অথবা

(খ) পাহাড় কর্তন বা বিনষ্ট, কোনো নালা, পানি প্রবাহ বা নদীতে পলি জমাট করিবে না বা বাঁধাগ্রস্থ করিবে না;

(গ) জান বা মালের ক্ষতি রোধকল্পে পাহাড় কর্তন বা বিনষ্ট প্রয়োজনীয়;

(ঘ) পাহাড়ের কোনো গুরূত্বপূর্ণ ক্ষতিসাধন ছাড়াই বাসগৃহ নির্মাণের জন্য পাহাড় কর্তন বা বিনষ্ট সাধারণভাবে প্রয়োজনীয়; অথবা

(ঙ) পাহাড় কর্তন বা বিনষ্ট জনস্বার্থে প্রয়োজনীয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত অনুমোদন, উহা প্রদানের তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য বৈধ থাকিবে।

(৩) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৯ নং অধ্যাদেশ) কার্যকর হইবার পূর্বে পাহাড় কর্তন বা বিনষ্ট করিবার জন্য প্রাপ্ত সকল অনুমোদন সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং নূতন অনুমোদন গ্রহণ না করিয়া উক্তরূপ কর্তন বা বিনষ্ট করা যাইবে না।

(৪) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ক্ষমতা প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত এলাকার জন্য কোনো কমিটির উপর অর্পণ করিতে পারিবে।

(৫) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৪) এর অধীন কোনো প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়, সেইক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত এলাকায় উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না।

৩ঘ। **পাহাড় কর্তন বা ধ্বংসকরণ কাজ বন্ধের নির্দেশনা।-** (১) যদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ধারা ৩গ এর অধীন অনুমোদন ব্যতীত অথবা উক্ত ধারার অধীন যে সকল শর্তে অনুমোদন প্রদান করা হইয়াছিল উহার কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিয়া কোন পাহাড় কর্তন বা বিনষ্ট করা হইতেছে, সেইক্ষেত্রে তিনি বা উহা, নোটিশ দ্বারা, নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যাহা তিন দিনের কম হইবে না, পাহাড় কর্তন বা বিনষ্টকরণ কাজ কেন বন্ধ করা হইবে না সেই মর্মে পাহাড়ের মালিক বা ভোগদখলকারীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার নোটিশ প্রদান করা হইলে, তিনি নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো আদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত উক্তরূপ পাহাড় কর্তন বা ধ্বংসকরণ কাজ বন্ধ রাখিবেন।

(৩) নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কারণ দর্শাইলে উক্ত কারণসমূহ, যদি থাকে, বিবেচনা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবার পর, অথবা যেক্ষেত্রে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কোনো কারণ দর্শানো না হয় সেইক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটি উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ধারা ৩গ এর অধীন অনুমোদন ব্যতীত অথবা অনুমোদনপত্রে যে সকল শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন প্রদান

করা হইয়াছিল উহার কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিয়া কোনো পাহাড় কর্তন বা বিনষ্ট করা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা হইলে তিনি বা উহা, কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত পাহাড়ের মালিক এবং ভোগদখলকারীকে উক্ত পাহাড় কর্তন বা বিনষ্টকরণ কাজ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন; এবং অন্যথায় উক্ত নোটিশ রদ করিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন কোনো নোটিশ বা আদেশ নির্ধারিত পদ্ধতিতে জারি করিতে হইবে।]

৪। **অস্থায়ী ইমারত অপসারণের ক্ষমতা।**- এই আইন কার্যকর হইবার তারিখের পূর্বে নির্মিত কোনো অস্থায়ী ইমারতের মালিককে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে, নোটিশে উল্লিখিত সময় বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে, উক্ত ইমারত অপসারণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং উহার মালিক উক্তরূপ সময়ের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া উহা অপসারণ করিবেন।

৫। **নির্মাণাধীন ইমারত অপসারণের ক্ষমতা।**- (১) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে নির্মাণাধীন কোনো ইমারত বা খননাধীন কোনো জলাধার বা কর্তনাধীন কোনো পাহাড়ের মালিককে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে, নোটিশে উল্লিখিত সময় বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে, উক্তরূপ কার্যক্রম আর অগ্রসর না হইতে, এবং উক্তরূপ ইমারত অপাসারণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং উহার মালিক, উক্তরূপ সময়ের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত, যাহা অনধিক দুইশত পঞ্চাশ টাকার বেশি হইবে না, ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া উহা অপসারণ করিবেন।

(২) বিদ্যমান ইমারতের সাধারণ সংস্কার কাজের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

[১][৬। **ভোগ-দখলকারীকে উচ্ছেদ।**- (১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটি ধারা ৩খ অথবা ধারা ৪ অথবা ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ইমারতের মালিক, দখলকার বা, ক্ষেত্রমত, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোনো নোটিশ প্রদানের সহিত যুগপৎভাবে নোটিশে উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে, বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কমিটি কর্তৃক বর্ধিত সময়ের মধ্যে উক্ত ইমারত খালি করিবার নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ইমারত খালি করিবার নোটিশ প্রাপ্তির পর যদি নোটিশ প্রাপ্ত ব্যক্তি নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ইমারত খালি না করেন, তাহা হইলে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটি কর্তৃক সরাসরি উচ্ছেদের জন্য দায়ী হইবেন, এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটি উক্তরূপ উচ্ছেদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বল প্রয়োগ করিতে বা করাইতে পারিবেন।]

[২][৭। **ইমারত অপসারণ, ইত্যাদি।**- (১) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৩খ এর অধীন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো ইমারত বা ইহার কোনো অংশ অপসারণ করিবার বা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার কিংবা কোনো জলাধার বা ইহার কোনো অংশ ভরাট করিবার নির্দেশ প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটি প্রয়োজনীয় বল প্রয়োগ করিয়া বা করাইয়া উক্ত ইমারত বা ইহার কোনো অংশ অপসারণ করাইবার বা জলাধার বা ইহার কোনো অংশ ভরাট করাইতে পারিবেন, এবং এইরূপ কার্যের জন্য ব্যয়িত অর্থ ইহার মালিকের নিকট হইতে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ৩৮৬ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে জরিমানা হিসাবে আদায় করা যাইবে।

---

১ ধারা ৬ ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২ নং আইন) এর ৬ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ ধারা ৭ ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২ নং আইন) এর ৭ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি ধারা ৪ অথবা ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো ইমারত অপসারণ করিবার নির্দেশ প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিজ খরচে অস্থায়ী ইমারত বা, ক্ষেত্রমত, নির্মাণাধীন ইমারত অপসারণ করাইতে পারিবেন, এইক্ষেত্রে উক্তরূপ ব্যক্তি কোনোরূপ ক্ষতিপূরণের অধিকারী হইবেন না।]

৮। **অনুমোদনের জন্য আবেদন।**- [১][ধারা ৩ অথবা ধারা ৩গ] এর অধীন অনুমোদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটির নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি এবং ফরম এবং ফি প্রদান করিয়া আবেদন করিতে হইবে।

৯। **শর্ত ভঙ্গের কারণে অনুমোদন বাতিল।**- [২][ধারা ৩ অথবা ৩গ] এর অধীন প্রাপ্ত অনুমোদন উহাতে উল্লিখিত কোনো শর্ত লঙ্ঘন করিবার কারণে অথবা মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদন লাভ করিলে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, কমিটি কর্তৃক উক্ত অনুমোদন বাতিল করা যাইবে।

১০। **প্রাঙ্গনে প্রবেশ।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্যে পুরণকল্পে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা [৩][কমিটি বা তিনি বা উহা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি] কোনো প্রাঙ্গনের দখলকারকে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান করিয়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে উক্ত প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা [৪][কমিটি বা এতদুদ্দেশ্যে তিনি বা উহা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি] কর্তৃক আদিষ্ট হইলে কোনো ইমারত, জলাধার বা পাহাড়ের মালিক [৫][ধারা ৩ বা ধারা ৩গ] এর অধীন প্রাপ্ত অনুমোদন তাহার বা উহার সম্মুখে উপস্থাপন করিবেন।

[৬][(৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কমিটি বা এতদুদ্দেশ্যে তিনি বা উহা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নে নহেন এইরূপ পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক আদিষ্ট হইলে কোনো পাহাড়ের মালিক ধারা ৩গ এর অধীন প্রাপ্ত পাহাড় কর্তন বা বিনষ্টকরণের অনুমোদন তাহার বা উহার সম্মুখে উপস্থাপন করিবেন।

(৪) এই আইন কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কমিটি বা তিনি বা উহা কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নে নহেন এইরূপ পুলিশ কর্মকর্তা পাহাড়ের দখলকারকে যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদান করিয়া যে কোনো সময় উক্ত পাহাড়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন।]

[৭][১০ক। **পরোয়ানা ব্যতীত জব্দ এবং গ্রেফতার করিবার ক্ষমতা।**- (১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কমিটির কোনো সদস্য অথবা তিনি বা কমিটি কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা অথবা সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নে নহেন এইরূপ পুলিশ কর্মকর্তার ব্যক্তিগত জানামতে বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এবং লিখিত আকারে, যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ধারা ৩গ এর অধীন অনুমোদন ব্যতীত অথবা অনুমোদনপত্রে উল্লিখিত শর্ত লঙ্ঘন

---

১ "ধারা ৩" শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে "ধারা ৩ অথবা ধারা ৩গ" শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ৪ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ "ধারা ৩" শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে "ধারা ৩ অথবা ধারা ৩গ" শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ৫ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিটি বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি" শব্দগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২ নং আইন) এর ৮ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিটি বা তিনি বা উহা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি" শব্দগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২ নং আইন) এর ৮ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৫ "ধারা ৩" শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে "ধারা ৩ অথবা ধারা ৩গ" শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ৪ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬ উপ-ধারা (৩) ও (৪) ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ৬ ধারা দ্বারা সংযোজিত।

৭ ধারা ১০ক ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ৭ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

করিয়া অথবা ধারা ৩ঘ এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া কোনো পাহাড় কর্তন বা বিনষ্টকরণ কাজ করা হইতেছে, তাহা হইলে দিনে বা রাতের যে কোনো সময়-

(ক) উক্ত পাহাড়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন;

(খ) উক্ত পাহাড় কর্তন বা ধ্বংসকরণ কাজে ব্যবহৃত অথবা উক্ত পাহাড়ের মাটি ভর্তিকরণ বা বহন করিবার কাজে ব্যবহৃত যে কোনো যানবাহন, যন্ত্রপাতি, দ্রব্য এবং পশু জব্দ করিতে পারিবেন;

(গ) যদি তিনি পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে যদি তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোনো ব্যক্তি ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১ক) এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিলে অথবা কোনো ব্যক্তি কোনো কিছু জব্দ করিলে, উক্তরূপ গ্রেফতার বা জব্দের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বিস্তারিত তথ্যসহ তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট রিপোর্ট পেশ করিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন গ্রেফতারকৃত প্রত্যক ব্যক্তিকে এবং জব্দকৃত যানবাহন, যন্ত্রপাতি, দ্রব্য অথবা পশুকে কোনো প্রকার বিলম্ব না করিয়া নিকটবর্তী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে, এবং উক্ত কর্মকর্তা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি অথবা, ক্ষেত্রমত, জব্দকৃত যানবাহন, যন্ত্রপাতি, দ্রব্য অথবা পশুকে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা বা ক্ষেত্রমত, বিলি-বন্দেজের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) এই ধারার অধীন গ্রেফতার এবং জব্দ করিবার ক্ষেত্রে, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর বিধানাবলি, এই ধারার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, প্রযোজ্য হইবে।

১১। *[অব্যাহতি।- ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২ নং আইন) এর ৯ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।]*

১২। **দন্ড** ।- [১][(১) যদি কোনো ব্যক্তি-

(ক) ধারা ৩ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া; বা

(খ) ধারা ৩খ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কমিটি কিংবা ধারা ৪ বা ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ প্রতিপালন না করিয়া; বা

(গ) ধারা ১৮ক এর অধীন প্রণীত বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং ধারা ১৮ এর অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো ইমারত নির্মাণ পরিকল্পনার নকশা প্রণয়ন বা অনুমোদন বা বাস্তবায়ন করিয়া; বা

(ঘ) ধারা ১৮ক এর অধীন প্রণীত বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করিয়া ইমারত নির্মাণ করিয়া-

---

[১] উপ-ধারা (১) ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১৫ নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

কোনো অপরাধ করেন, তাহা হইলে তিনি কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে সাত বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন; এবং বাদীপক্ষ এতদুদ্দেশ্যে লিখিত আবেদন করিলে, যে আদালত দন্ড প্রদান করিয়াছে সেই আদালত দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অপরাধ সংশ্লিষ্ট ইমারত বা জলাধার অথবা উহার অংশ বিশেষ অপসারণ বা, ক্ষেত্রমত, ভাঙ্গিয়া ফেলা অথবা ভরাট করিবার জন্য সময় নির্ধারণ করিয়া দিবে, এবং পর্যাপ্ত কারণ সাপেক্ষে উক্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।]

[১][(১ক) যদি কোনো ব্যক্তি-

(ক) ধারা ৩গ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া; অথবা

(খ) ধারা ৩ঘ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কমিটি বা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ প্রতিপালন না করিয়া,

কোনো অপরাধ করেন, তাহা হইলে তিনি কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে সাত বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন; এবং বাদীপক্ষ এতদুদ্দেশ্যে লিখিত আবেদন করিলে, যে আদালত দন্ড প্রদান করিয়াছে সেই আদালত, অপরাধ সংঘটনের সহিত অথবা মাটি পরিবহনের সহিত সংশ্লিষ্ট যানবাহন, যন্ত্রপাতি, দ্রব্যাদি অথবা পশু বাজেয়াপ্ত করিবে।]

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে আদালতের নির্দেশ প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আদালত [২][ইমারত বা ইহার অংশ বা জলাধার বা ইহার অংশ] ভরাট করাইতে পারিবে, এবং এইরূপ কার্যের জন্য ব্যয়িত অর্থ দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ৩৮৬ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে জরিমানা হিসাবে আদায় করা যাইবে।

[৩][(৩) এই ধারার বিধান এই আইনের কোনো বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অন্যান্য বিধানের অতিরিক্ত হইবে।]

১২ক। *[বিচার করিবার অনুমতির পূর্বে অপরাধীকে নোটিশ প্রদান।– পূর্ববঙ্গ ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৬০ (১৯৬০ সনের পূর্ব বাংলার ৪ নং অধ্যাদেশ) এর ১২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত এবং পরবর্তীতে পূর্ববঙ্গ ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের পূর্ব বাংলার ১২ নং আইন) এর ১১ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।]*

[৪][১৩। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।-** (১) ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১ক) এর অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য এবং জামিন অযোগ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কমিটি অথবা, ক্ষেত্রমত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কমিটি লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।]

১৪। **দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ারে বাধা।-** ধারা ১৫ এর বিধান সাপেক্ষে, ধারা ৩ বা ধারা ৩ক [১][বা ধারা ৩খ বা ধারা ৩গ বা ধারা ৩ঘ] বা ধারা ৪ বা ধারা ৫ বা ধারা ৬ বা ধারা ৯ এর অধীন প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোনো দেওয়ানী আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

---

১ উ-ধারা (১ক) ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ৮ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ "ইমারত অপসারণ করিবে বা জলাধার" শব্দগুলির পরিবর্তে "ইমারত বা ইহার অংশ বা জলাধার বা ইহার অংশ" শব্দগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২ নং আইন) এর ১০ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ উপ-ধারা (৩) ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২ নং আইন) এর ১০ ধারা দ্বারা সংযোজিত।

৪ ধারা ১৩ ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ৯ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২][১৫। **আপিল।**- ধারা ৩ বা ধারা ৩ক [৩][বা ধারা ৩খ বা ধারা ৩গ বা ধারা ৩ঘ] বা ধারা ৪ বা ধারা ৫ বা ধারা ৬ বা ধারা ৯ এর অধীন প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে নির্ধারিত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের নিকট, আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিল করা যাইবে, এবং এইরূপ আপিলের ক্ষেত্রে উক্তরূপ কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে এবং কোনো দেওয়ানি আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।]

১৬। **জন সেবক।**- ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি [৪][* * *] দন্ড বিধির ধারা ২১ এ সংজ্ঞায়িত জন সেবক হিসাবে গণ্য হইবেন।

১৭। **দায়মুক্তি।**- (১) এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কোনো কিছু করা হইলে বা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

(২) এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কোনো কিছু করা হইলে বা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইলে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

১৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত বিধিমালা নিম্নরূপ বিষয়াবলির সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধান করিতে পারিবে:-

(ক) ইমারত নির্মাণ কমিটি গঠন;

(খ) কমিটির সদস্যদের মেয়াদ;

(গ) কমিটির সদস্যদের পদত্যাগ এবং অপসারণ;

(ঘ) সাময়িক শূন্যতা পূরণ এবং সাময়িক শূন্যতা পূরণকারী ব্যক্তির মেয়াদ;

(ঙ) কমিটির সভার কার্য পদ্ধতিসহ উহার কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ;

(চ) ধারা [৫][৩খ, ৩গ, ৪] ও ৫ এর অধীন নোটিশ জারির পদ্ধতি;

(ছ) [৬][ধারা ৩ এবং ৩গ] এর অধীন অনুমোদনের আবেদন ফরম; এবং

(জ) ধারা ৮ এর অধীন প্রদেয় ফি'র পরিমাণ।

---

১ "বা ৩খ" শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে "বা ধারা ৩খ বা ধারা ৩গ বা ধারা ৩ঘ" শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ১০ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ ধারা ১৫ ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ১২ নং আইন) এর ১৪ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "বা ধারা ৩খ" শব্দগুলি ও সংখ্যার পরিবর্তে "বা ধারা ৩খ বা ধারা ৩গ বা ধারা ৩ঘ" শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ১১ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "পাকিস্তান" শব্দ বাংলাদেশ (বিদ্যমান আইন অভিযোজন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) এর ৬ অনুচ্ছেদ দ্বারা বিলুপ্ত।

৫ "৪" সংখ্যার পরিবর্তে "৩খ, ৩ঘ, ৪" সংখ্যাগুলি ও বর্ণগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ১২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৬ "ধারা ৩" শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে "ধারা ৩ এবং ধারা ৩গ" শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৩৫ নং আইন) এর ১২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১]১৮ক। **বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড প্রণয়নের ক্ষমতা।-** (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এই ধারার অধীন প্রণীত বিধানাবলি সম্মলিতভাবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড নামে অভিহিত হইবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে নিম্নরূপ বিষয়াবলির সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) ইমারত নির্মাণের সাধারণ শর্তাবলি, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রবিধান;

(খ) অগ্নি নির্বাপন;

(গ) ইমারত সামগ্রী;

(ঘ) কাঠামোগত নকশা;

(ঙ) নির্মাণ চর্চা ও নিরাপত্তা;

(চ) ইমারত সেবা;

(ছ) বিদ্যমান ইমারতের পরিবর্তন, সংযোজন ও ব্যবহারগত পরিবর্তন;

(জ) সঙ্কেত ও বর্হিভাগ প্রদর্শনী;

(ঝ) উপরি-উক্ত বিষয়সমূহের প্রশাসন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়াবলি।

১৯। **যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে না।-** যদি কোনো ইমারতের মালিক পূর্ববঙ্গ ইমারত নির্মাণ অধ্যাদেশ, ১৯৫১ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি এই আইনের অধীন কোনো ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

২০। *[হেফাজত।- পূর্ব পাকিস্তান রহিতকরণ এবং সংশোধন অধ্যাদেশ, ১৯৬৬ (১৯৬৬ সনের পূর্ব পাকিস্তানের ১৩ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।]*

---

[১] ধারা ১৮ক ইমারত নির্মাণ (সংশোধন) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১৫ নং আইন) এর ২ ধারাবলে সন্নিবেশিত।